

লাগাতার হরতালের প্রথম দিন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল কার্যক্রম বন্ধ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ক্যাম্পাসে বাস সার্ভিস পুনরায় চালুর দাবিতে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র একেবারে লাগাতার হরতালের প্রথম দিনে গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে। প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি ভবন, ফ্যাকাটি ভবনসমূহ, চাকসু ভবন, অগ্রণী ব্যাংক, পরিবহন দপ্তরসহ সকল অফিস বন্ধ ছিল। ক্যাম্পাস ছিল উত্তপ্ত।

সকাল সাড়ে ৭টা ও সাড়ে ৮টায় ক্যাম্পাসগামী শাটল ট্রেনে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে এসে জমায়েত হয়। বেলা ১০টার দিকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র একেবারে নেতৃত্বের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস রেল স্টেশন থেকে কলাভবন অভিমুখে মিছিলসহ অগ্রসর হয়। তারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে লাইব্রেরি চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময় ছাত্র শিবিরের অন্য একটি মিছিল কলাভবন হয়ে একাডেমিক ভবনের সামনে জমায়েত হয়। উভয় সংগঠন কার্যত পরিবহন সার্ভিস চালুর দাবিতে আন্দোলন-রত বলে প্রতীয়মান হলেও মিছিল দুটি কাছে আসতেই এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে গালিগালাজ করে চিৎকার করতে থাকে। এ সময় উভয়ের মাঝখানে পুলিশের অবস্থান সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে সম্ভব হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীকে মিছিলে যেতে বাধ্য করে।

সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র একেবারে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শাহজাহান চৌধুরী, মোহাম্মদ কলিম, আহসান কবির বেঙ্গল, রাহাতউল্লাহ জাহিদ, নূরসাফা জুলহাজ, আবু সাইদ সোহেল, শামসুল আরেফিন মুকুল, নাসির হায়দার বাবুল প্রমুখ।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আহসান কবির বেঙ্গল। সমাবেশে নেতৃত্ব কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, নইলে আন্দোলন আরও কঠোর করা হবে।

ছাত্র শিবির জুবার হত্যার বিচার দাবি, ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার ও বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময় ছাত্রদের ৩০/৪০ জন নেতা-কর্মী ক্যাম্পাসে বাস চালুর দাবিতে মোঃ সেলিমের নেতৃত্বে মিছিল বের করে।

এ ব্যাপারে প্রক্টর ডঃ গাজী সালেহউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, শিক্ষার সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে শাটল ট্রেনের উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে। তিনি বলেন, অবিলম্বে টেম্পো ও ম্যান্সি সার্ভিস চালুর ব্যবস্থাও হবে।